কানযুল ইরফান

ফী

তারজামাতিল কুরআন



মাআ হাশিয়াতি ইফহামিল কুরআন

লেখক: শায়খুল হাদীস ওয়াত তাফসীর আবু সালেহ
মুফতী মুহাম্মদ কাসিম কাদেরী আত্তারী (مدّ ظلّه العالی)

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَ
كَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ
شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ
اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ
يَجْهَلُوْنَ ﴿١١١﴾

১১১.আর যদি আমি তাদের প্রতি ফেরেশতা অবতীর্ণ করতাম, তাদের সাথে মৃতরা কথা বলতো এবং আমি সব কিছু তাদের সামনে একত্রিত করতাম, তবুও তারা ঈমান আনতো না, তবে আল্লাহর চাওয়া ব্যতীত; কিন্তু তাদের অধিকাংশ মূর্খ।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا
شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ
بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ
غُرُوْرًا ؕ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ
فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১২. আর এমনিভাবে আমি মানবজাতি ও জিনদের মধ্যেকার শয়তানকে প্রত্যেক নবীর শত্রু বানিয়েছি, তাদের মধ্যে কেউ একে অপরকে ধোঁকা দেওয়ায় উদ্দেশ্যে মনগড়া কথার কুমন্ত্রণা দেয় আর তোমার রব ইচ্ছা করলে তারা এমন করতো না। সুতরাং তাদেরকে এবং তাদের মনগড়া কথাকে পরিত্যাগ করো।[১]

وَلِتَصْغٰٓى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ
لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ
وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩.এবং যাতে আখিরাতের প্রতি যাদের ঈমান নেই তাদের অন্তর ওই মনগড়া কথার প্রতি আকৃষ্ট হয়, যাতে তারা ওই কথা পছন্দ করে এবং ওই সব গুনাহ সম্পাদন করে, যার সম্পাদনকারী তারা নিজেই।[২]

টীকা:

১ যে পথভ্রষ্ট অন্যকে শরীয়ত পরিপন্থী কাজের উৎসাহ দেয় সে মানুষরুপী শয়তান যদিও প্রিয়জন বা আলেমের লেবাসধারী হোক । তাতে ওই সব লোকও অন্তর্ভুক্ত যারা মুক্ত চিন্তা অথবা আলোকায়ন (enlightenment) নামে শরয়ী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, পরিকল্পনা করে ও সংগঠন তৈরি করে। এগুলো থেকে বাঁচা আবশ্যক।

২ প্রত্যেকের মন তার সমমনাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, সুতরাং যদি কোনো মানুষের মন গুনাহগার পথভ্রষ্টদের দিকে আকৃষ্ট হয় তাহলে তার চিন্তা করা উচিৎ যে, এমন তো হয়নি যে তার অন্তরেও পথভ্রষ্টতা ও পাপের ভালোবাসা গেঁথে গেছে।

أَفَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ۭ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ أَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪. তবে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করবো?[১] অথচ তিনিই - যিনি তোমাদের প্রতি বিশদ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন; আর যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে, তা তোমার রবের পক্ষ থেকে সত্য সহকারে অবতীর্ণ হয়েছে। হে শ্রোতা,[২] তুমি কখনো সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۭ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١١٥﴾

১১৫. সত্য ও ন্যায় অনুযায়ী তোমার রবের বাণী পরিপূর্ণ। তাঁর বাণীর পরিবর্তনকারী কেউ নেই এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿١١٦﴾

১১৬. এবং হে শ্রোতা, জমিনের অধিকাংশ লোক এমন যে, যদি তুমি তাদের কথার অনুসরণ করো, তবে তারা তোমাকে আল্লাহ্র পথে থেকে বিচ্যুত করবে।[৩] এরা শুধু কল্পনার অনুসরণ করে এবং কেবল অনুমান করে।

টীকা:

১ ইসলামী আকিদা, শরয়ী অকাট্য মাসয়ালায় কাউকে বিচারক বানানো, অধিকাংশের অভিমতকে প্রাধান্য দেওয়া অথবা গণতন্ত্রের অজুহাত দেওয়া ইত্যাদি কোনো কিছুর অনুমতি নেই। আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা সর্বাবস্থায় আবশ্যক - কেউ সে মোতাবেক ফয়সালা করুক আর নাই করুক কিংবা জনগণের রায় সে মোতাবেক আর নাই হোক।

২ এসব ক্ষেত্রে আয়াত শ্রবণকারী প্রত্যেক সম্বোধিত ব্যক্তিকে বোঝানো হয় অথবা বাহ্যিকভাবে নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য তার উম্মত।

৩ এই আয়াতে এ বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত যে, জনগণ এমন লোকদের ব্যাপারে যেন সতর্ক থাকে যারা ইসলামের পোশাক পড়ে ইসলামী আদর্শ প্রসারের অন্তরালে ইসলামের ভিত্তিকে ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত। সর্বজনমান্য দ্বীনী বিষয়গুলোতে নিজের মনগড়া যুক্তি, হককে বাতিল, বাতিলকে হক বলার কাজে তাদের ব্যয়িত শক্তি নিষ্ফল। তাদের অনুসরণ দুনিয়া ও আখিরাতে বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١١٧﴾

১১৭. তোমার রব ভালোভাবে জানেন তার পথ থেকে কে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি হেদায়েত প্রাপ্তদেরও অধিক জানেন।

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٨﴾

১১৮. সুতরাং যাতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়েছে, তোমরা তা হতে আহার করো,[১] যদি তোমরা তার আয়াতসমূহে ঈমান রাখো।

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ﴿١١٩﴾

১১৯. তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা তা হতে আহার করছো না, যাতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়েছে? অথচ তিনি তোমাদের কাছে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন যা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন,[২] তবে তা ব্যতীত যাতে তোমরা নিরুপায় হও; আর নিঃসন্দেহে অনেকে অজ্ঞতাবশত নিজের প্রবৃত্তির কারণে পথভ্রষ্ট করে;[৩] নিশ্চয়ই তোমার রব সীমালঙ্ঘনকারীদের অধিক জানেন।

টীকা:

১ এই আয়াতের অর্থ হলো যে, যে পশু আল্লাহর নামে জবাই করা হয়- তা খাও আর যে পশু নিজে নিজে মারা যায় অথবা কোনো মূর্তির নামে জবাই করা হয়- তা হারাম। পশু হালাল হওয়া আল্লাহ পাকের নামের সাথে জড়িত এবং হালাল ও হারাম করার এখতিয়ার আল্লাহর। সুতরাং তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী যেকোনো কিছু হালাল বা হারাম নির্ধারণ করো।

২ এতে বোঝা গেলো যে, মূলনীতি হচ্ছে যে, যা হারাম তা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয় আর যা হারাম করা হয়নি তা হালাল।

৩ নিজের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পশু অথবা বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করা পথভ্রষ্টতা। এই আয়াতের প্রতি তাদের লক্ষ্য করা উচিৎ যারা আউলিয়া কিরামের ঈসালে সাওয়াবের পশুকে হারাম সাব্যস্ত করে অথচ তা আল্লাহ পাকের নামেই জবাই করা হয়।

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ
الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ
بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ﴿١٢٠﴾

১২০. আর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুনাহ পরিত্যাগ করো; নিশ্চয়ই ওই সব লোক, যারা গুনাহ উপার্জন করে, অচিরেই তাদেরকে ওই সব গুনাহের প্রতিদান দেওয়া হবে- যা তারা করতো।

وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ
عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ؕ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ
لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓـئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ
وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ﴿١٢١﴾ ع

১২১. আর যাতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়নি তা আহার করো না[১] এবং তা নিশ্চয়ই অবাধ্যতা। আর নিশ্চয়ই শয়তান তার বন্ধুদের অন্তরে এ কুমন্ত্রণা দেয় যাতে তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে[২] এবং তোমরা যদি তাদের কথা মান্য করো তবে সে সময় তোমরাও নিশ্চিত মুশরিক হবে।

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا
لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ
مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ
مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٢﴾

১২২. আর যে মৃত ছিলো, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং আমি তার জন্য একটি নূর সৃষ্টি করেছি, যার মাধ্যমে সে মানুষের মাঝে চলাফেরা করে- সে কি তার মতো হবে যে অন্ধকাররাজিতে (পড়ে) রয়েছে এবং তা থেকে বের হতে পারবে না? এভাবে কাফেরদের দৃষ্টিতে তাদের কৃতকর্মসমূহ সুসজ্জিত করা হয়েছে।

ع ١٤

টীকা:

১ হুকুম হচ্ছে যে, যে পশুতে কোনো মুসলমান অথবা কোনো আহলে কিতাব জেনে বুঝে আল্লাহ পাকের নাম উচ্চারণ করেনি তা হারাম আর যদি ভুল করে নাম না নেয় তাহলে তা হালাল। মুসলমান ও আহলে কিতাব ব্যতীত অন্য কেউ জবাই করলে তা হারাম। এখানে আহলে কিতাব বলতে সেই আহলে কিতাবকে বোঝানো হয়েছে যারা তাদের নবী ও কিতাবের প্রতি ঈমান রাখে। শুধু নামে খ্রিস্টান আর বাস্তবে নাস্তিককে বোঝানো হয়নি।

২ এই আয়াত হতে বোঝা গেলো যে, জ্ঞান ছাড়া দ্বীনি মাসয়ালা নিয়ে তর্ক করা অথবা তর্ক করার নিয়তে বিতর্ক করা মানুষরুপী শয়তানদের কাজ কিন্তু হক প্রকাশ করার জন্য বিতর্ক করা ইবাদত।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ؕ وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۱۲۳﴾

১২৩. আর অনুরূপভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে তার অপরাধীদের নেতা বানিয়েছি, যেন তারা তাতে নিজেরা চক্রান্ত করে। আর তারা কেবল নিজেদের বিরুদ্ধেই চক্রান্ত করছে এবং তাদের বোধশক্তি নেই।

وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ ؔۘ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسٰلَتَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ ﴿۱۲۴﴾

১২৪. আর যখন তাদের কাছে কোনো নিদর্শন আসে তখন বলে, আমরা কখনো ঈমান আনবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে সেভাবে দেওয়া হবে না, যেভাবে আল্লাহ্‌র রাসূলগণকে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ ভালো জানেন কোথায় তার রিসালত রাখবেন;[১] অচিরেই অপরাধীদের কাছে তাদের চক্রান্তের প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা ও কঠোর আযাব পৌঁছবে।

وقف لازم وقف ممنوع

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَآءِ ؕ

১২৫. আর যাকে আল্লাহ্ সৎপথ দেখাতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন[২] আর যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান তার বক্ষকে সংকীর্ণ, খুবই সংকীর্ণ করে দেন,[৩] যেন সে বাধ্য হয়ে আসমানে আরোহণ

টীকা:

১ এতে বোঝা গেলো যে, নবুওয়াত বিশেষ আল্লাহর দান, গোত্র অথবা সম্পদের জন্য নবুওয়াত লাভ হয় না এবং কেউ ভালো আমল করে নবী হতে পারে না।

২ (شرح) 'র অর্থ হলো বিস্তৃত করা আর (شرح صدر) অর্থাৎ বক্ষ উন্মুক্ত হওয়ার অর্থ হলো যে, আল্লাহ পাক বান্দার মনে আলো সৃষ্টি করেন, এমনকি তার প্রত্যেকটি আমল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি মোতাবেক হতে থাকে। মন দুনিয়া থেকে দূরে ও আখিরাতের দিকে ধাবিত হতে থাকে।

৩ বক্ষ সংকীর্ণ হওয়া অর্থ হলো কুফরীকে পছন্দ করা, ইসলামকে মন্দ বলা । অনুরুপ নেকীর প্রতি আকর্ষণ শেষ হয়ে যাওয়া, গুনাহের প্রতি আকর্ষণ মন সংকীর্ণ হওয়ার শামিল।

كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢٥﴾

করছে। আল্লাহ্ এভাবেই যারা ঈমান আনে না তাদের উপর আযাব চাপিয়ে দেন।

وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾

১২৬. আর এই হলো তোমার রবের সরল পথ। আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেছি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য।

لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. তাদের কর্মের প্রতিদানস্বরূপ তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে নিরাপত্তার ঘর।[১] আর তিনি তাদের সাহায্যকারী।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَقَالَ اَوْلِيٰٓـُٔهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّ بَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ؕ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا

১২৮. আর (স্মরণ করো!) সেদিন, যেদিন তিনি তাদের সবাইকে উত্থিত করবেন (আর বলবেন), হে জিন সম্প্রদায়, তোমরা অনেক মানুষকে নিজের অনুসারী করে ফেলেছো আর মানুষের মধ্যে যারা তাদের বন্ধু হবে তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা একে অন্যের মাধ্যমে লাভবান হয়েছি এবং আমরা আমাদের ওই সময়সীমায় পৌঁছে গেছি যা তুমি আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছিলে। আল্লাহ্ বলবেন, আগুন তোমাদের ঠিকানা,

টীকা:

১ دارالسلام শব্দবন্ধের দুটি অর্থ (১) سلام আল্লাহ পাকের নাম। কাজেই দারুস সালামের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ পাকের ঘর অর্থাৎ সেই ঘর যা আল্লাহর দিকে সম্বন্ধিত করা হয়েছে। এই সম্বন্ধিত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই ঘর অর্থাৎ জান্নাতের সম্মান বাড়ানোর জন্য যেমন (بَيْتُ اللّٰه) ও (نَاقَةُ اللّٰه) ইত্যাদিতে যেভাবে করা হয়। (২) এর অন্য অর্থ হচ্ছে প্রশান্তির ঘর আর জান্নাতকে دارالسلام এজন্য বলা হয়েছে যে, জান্নাত প্রত্যেক সমস্যা, কষ্ট, দুঃখ হতে নিরাপদ।

مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٢٨﴾

তোমরা চিরকাল তাতে থাকবে; কিন্তু যাকে আল্লাহ্ চান সে ব্যতীত।[১] নিঃসন্দেহে তোমার রব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًۢا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٢٩﴾ ع

১২৯. আর এভাবেই আমি জালেমদের একজনকে অপজনের উপর নিযুক্ত করি- তাদের কৃতকর্মের দরুণ।

ع ١٥ ٢

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩০. হে জিন ও মানব সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে সেই রাসূলগণ আগমন করেনি?[২] যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করতো এবং তোমাদেরকে এই দিনে তোমাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে সতর্ক করতো। তারা বলবে, আমরা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি। আর তাদেরকে পার্থিব জীবন প্রতারিত করেছে এবং তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, তারা কাফের ছিলো।

টীকা:

১ কাফেররা কখনো জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পাবে না বরং চিরকাল তাতে থাকবে। আয়াতে এই ব্যতিক্রমের দুটি অর্থ রয়েছে (১) তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে কিন্তু কবর থেকে হাশর আর হাশরের ময়দানের হিসাব-কিতাব থেকে জাহান্নামে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত জাহান্নামে থাকবে না এবং (২) এতে সেই সময়কে বোঝানো হয়েছে যাতে তাদেরকে এক আযাব থেকে অন্য আযাবে স্থলাভিষিক্ত করা হবে। জাহান্নামীরা যখন জাহান্নামের আগুনের উত্তাপের কারণে ফরিয়াদ করবে তখন তাদেরকে (زَمْهَرِيْر) অর্থাৎ খুব ঠান্ডা আর বরফের স্তরে নিক্ষেপ করা হবে। যখন তারা (زَمْهَرِيْر) 'র ঠান্ডায় পেরেশান হয়ে ফরিয়াদ করবে তখন তাদেরকে আবার জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

২ রাসূল শুধু মানুষের মধ্য থেকে নির্ধারণ করা হয়, জিনদের মধ্য থেকে নয়। এখানে জিন ও মানবকে এজন্য একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাধান্য সাপেক্ষে জিনকে মানুষের অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করে (منكم) বলা হয়েছে। যাইহোক, এতে প্রমাণিত হয় না যে, জিনদের থেকে কেউ নবী হয়েছে। হ্যাঁ, জিনদের জন্য নবী এসেছেন তবে তারা মানুষ ছিলেন।

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ﴿١٣١﴾

১৩১. তা[১] এজন্য যে, তোমার রব জনপদগুলোকে জুলুমবশত ধ্বংস করেন না, যখন সেগুলোর অধিবাসীরা অনবহিত থাকে।

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٢﴾

১৩২. আর প্রত্যেকের জন্য তাদের কর্মের ভিত্তিতে মর্যাদার স্তর রয়েছে[২] আর তোমার রব তাদের কার্যাদি সম্পর্কে বেখবর নন।

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ﴿١٣٣﴾ؕ

১৩৩. আর হে হাবীব! তোমার রব অমুখাপেক্ষী, করুণাময়। হে লোকেরা, তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসারিত করতে পারেন এবং যাকে চান তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন, যেমনিভাবে তিনি তোমাদেরকে অন্য লোকের বংশধরদের থেকে সৃষ্টি করেছেন।

اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿١٣٤﴾

১৩৪. নিশ্চয়ই যে প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হচ্ছে তা অবশ্যই আগমন করবে এবং তোমরা (আল্লাহকে) ব্যর্থ করতে পারবে না।

টীকা:

১ অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মতে এই আয়াতে (ذٰلِكَ) নির্দেশক সর্বনাম দ্বারা (مُشارٌ اِلَيْه) রাসূল প্রেরণ করা ও কাফেরদেরকে আল্লাহর আযাব সর্ম্পকে ভীতি প্রদর্শন করা বোঝানো হয়েছে।

২ এর অর্থ হলো ভালো ও মন্দ আমলের হিসাবে প্রত্যেকের জন্য বিভিন্ন স্তর রয়েছে, সে নেককার হোক বা গুনাহগার এবং সে মোতাবেক সাওয়াব ও আযাব দেওয়া হবে। অনুরুপ, নেক আমলের বিভিন্ন স্তর থাকে। একই আমল ইখলাস ও নিয়তের পার্থক্যের কারণে একজনের বেশি সাওয়াব হয়, আরেকজনের কম সাওয়াব হয় ।

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۱۳۵﴾

১৩৫. তুমি বলো, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদের অবস্থান থেকে আমল করতে থাকো, আমি আমার কাজ করছি।[১] সুতরাং অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কার জন্য রয়েছে আখিরাতের ঘরের (উত্তম) পরিণতি।[২] নিঃসন্দেহে জালেমরা সফল হয় না।

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿۱۳۶﴾

১৩৬. আর আল্লাহ্ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, এই মুশরিকরা তার মধ্যে একটি অংশ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে, তারপর নিজের অনুমান অনুসারে বলে, এই অংশ আল্লাহ্র জন্য আর এই অংশ আমাদের শরীকদের জন্য। সুতরাং যা তাদের শরীকদের জন্য, তা আল্লাহ্র কাছে পৌঁছে না এবং যা আল্লাহ্র জন্য তা তাদের শরীকদের কাছে পৌঁছে যায়। তারা কতো নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত নেয়।

টীকা:

১ এতে কুফর বা গুনাহ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি বরং গযব প্রকাশের জন্য এমন বলা হয়েছে।

২ এর অর্থ হলো যে, যদিও আজ পর্যন্ত ফয়সালা হয়ে গেছে যে, মুমিন জান্নাতী আর কাফের জাহান্নামী কিন্তু প্রকাশ্যে প্রত্যক্ষ্য ফয়সালা কিয়ামতে অথবা আযাব আসার সময় হবে।

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ
الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ
شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا
عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا
فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٧﴾

১৩৭. আর এভাবেই বহু মুশরিকদের দৃষ্টিতে তাদের শরীকরা সন্তান হত্যাকে শোভনীয় করেছে[১] যাতে তারা তাদের ধ্বংস করে এবং তাদের দ্বীন তাদের কাছে সন্দেহপূর্ণ হয়; আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা এমন করতো না। সুতরাং তুমি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যা অপবাদকে পরিত্যাগ করো।

وَقَالُوْا هٰذِهٖۤ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ۖ
لَّا يَطْعَمُهَاۤ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَ
اَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ
لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً
عَلَيْهِ ؕ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا
يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৮. আর এই মুশরিকরা তাদের ধারণা মতে বলে, এসব গবাদি পশু ও শস্য নিষিদ্ধ; এগুলো তারাই খাবে, যাদের আমরা চাই। আর কিছু গবাদি পশু এমন আছে, যেগুলোর পৃষ্ঠে (আরোহন) করা হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং কিছু গবাদি পশু এমন রয়েছে যেগুলো জবাই করার সময় তারা আল্লাহ্র নাম নেয় না; (এসব কথা) তারা আল্লাহ্র নামে মিথ্যা রচনা করতে গিয়ে বলে। শীঘ্রই তিনি তাদেরকে তাদের মিথ্যা অপবাদের প্রতিফল দান করবেন।

وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ
خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰۤى

১৩৯. আর তারা বলে, এসব গবাদি পশুর গর্ভে যা আছে, তা কেবল আমাদের পুরুষদের জন্য এবং তা আমাদের নারীদের

টীকা:

১ এখানে শরীক বলতে ওই সব শয়তানকে বোঝানো হয়েছে যার আনুগত্যের আশায় মুশরিকরা আল্লাহ পাকের নাফরমানি করতো, তার অবাধ্যতাকে গ্রাহ্য করতো। আর এমন নিকৃষ্ট ও মূর্খতাপূর্ণ কাজ সংঘটন করতো যা কোনো সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি কখনো গ্রহণ করবে না এবং যার নিকৃষ্টতা নিয়ে স্বল্প জ্ঞানের ব্যক্তিও একমত। মূর্তিপূজার পঙ্কিলতায় ডুবে তাদের বিবেক-বুদ্ধি এমনভাবে লোপ পেয়েছে যে, তারা পশুর চেয়েও অধম হয়ে গেছে; কেননা পশুও সন্তানকে ভালোবাসে কিন্তু এই কাফেররা শয়তানের অনুসরণ করতে গিয়ে সন্তান অর্থাৎ কন্যাহত্যা করতো।

اَزْوَاجِنَا وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ ؕ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ؕ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٣٩﴾

জন্য হারাম, আর যদি তা মৃত ভূমিষ্ঠ হয় তবে সবাই তাতে অংশীদার। শীঘ্রই আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কথার প্রতিফল দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময়,[১] সর্বজ্ঞ।

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ؕ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٤٠﴾ ع

১৪০. নিশ্চয়ই ওই সব লোক ধ্বংস হয়ে গেছে,[২] যারা অজ্ঞতাবশত নির্বোধের মত নিজেদের সন্তানদের হত্যা করে এবং আল্লাহ্ তাদের যে রিযিক দিয়েছেন তা নিয়ে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে হারাম সাব্যস্ত করে। নিঃসন্দেহে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা হেদায়েত প্রাপ্ত নয়।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ

১৪১. আর তিনিই- যিনি কিছু বাগান যা জমিনের উপর প্রসারিত ও কিছু প্রসারণবিহীন সৃষ্টি করেছেন; ব্যাপৃত আর কিছু অব্যাপৃত (কাণ্ডযুক্ত), খেজুর, এবং শস্য সৃষ্টি করেছেন- যেগুলোর স্বাদ বিভিন্ন ধরনের; আর যায়তুন ও আনার (সৃষ্টি করেছেন, এগুলো) কিছু বিষয়ে পরস্পর সদৃশ এবং কিছু বিষয়ে নয়। যখন গাছ

الرُّبُع ع ٢

টীকা:

১ এই আয়াতে কাফেরদের কিছু খারাপ কাজের আলোচনা করা হয়েছে- (১) নিজের কিছু ক্ষেতকে মূর্তির নামে এভাবে উৎসর্গ করা যে, ক্ষেতের উৎপাদিত ফসল ও আয় মূর্তির সেবকদের মধ্যে শুধু পুরুষরা গ্রহণ করবে এবং মহিলারা গ্রহণ করবে না, (২) মূর্তির নামে পশু ছেড়ে দেওয়া, ওগুলো থেকে কোনো সেবা না নেওয়া , কোনো ক্ষেত হতে তাদের তাড়িয়ে না দেওয়া; যেমন- বাহীরা , সায়িবা, ইত্যাদি। কাফেরদের এ দুটি কাজ শিরক কিন্তু শরয়ীভাবে ওই পশুর গোশত খাওয়া হারাম নয়। এজন্য জিহাদের সময় সাহাবায়ে কেরাম (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ) ওগুলো কব্জা করে ব্যবহার করতেন, (৩) মূর্তির নামে জবাই করা- এ কাজও শিরক, এর গোশত খাওয়া হারাম আর এ কাজ (وما اهل الله به لغير الله) 'র মধ্যে শামিল।

২ সন্তান আল্লাহ তা'য়ালার একটি মহান নিয়ামত। সন্তানকে হত্যা করা দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংসের কারণ। এ হলো নিজের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ধ্বংস করা এবং সন্তানের মতো এমন প্রিয়জনের সাথে এমন বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করা অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের অজ্ঞতা ও মূর্খতা ।

ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَلَا تُسْرِفُوْا ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۙ﴿١٤١﴾

ফলবান হয় তখন তার ফল খাও এবং ফসলকাটার দিন তার হক আদায় করো[১] এবং অযথা ব্যয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অযথা ব্যয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।

وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ۭ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۙ﴿١٤٢﴾

১৪২. আর গবাদি পশুর মধ্যে কিছু ভারবাহী এবং কতেক জমিনে শোয়া প্রাণীকে (সৃষ্টি করেছেন)। আল্লাহ্ তোমাদের যে রিযিক দিয়েছেন তা হতে আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۭ قُلْ ءٰۗالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ۭ نَبِّـــُٔوْنِيْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۙ﴿١٤٣﴾

১৪৩. (আল্লাহ) আট জোড়া নর ও মাদী (সৃষ্টি করেছেন), এক জোড়া ভেড়া এবং এক জোড়া ছাগল। তুমি বলো, তিনি কি নর দু'টিকে হারাম করেছেন নাকি মাদী দু'টিকে, নাকি তাকে যা মাদী দু'টি গর্ভে ধারণ করেছে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে জ্ঞান সহকারে বলো।[২]

টীকা:

১ এখানে ফসলের হক আদায় করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এতে সবার আগে উশর অর্থাৎ উৎপাদিত ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ অথবা অর্ধ উশর অর্থাৎ উৎপাদিত ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া মিসকীনকে কিছু ফল ইত্যাদি দেওয়াও উৎপাদিত ফসলের হক আদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, প্রতিটি উৎপাদিত বস্তুর যাকাত রয়েছে- উৎপাদন কম হোক বা বেশি, বছরজুড়ে ফসল থাকুক বা না থাকুক।

২ এতে বোঝা গেলো যে, হালাল দাবি করার জন্য দলিলের প্রয়োজন নেই বরং হারাম দাবিকারীদের দলিল পেশ করা আবশ্যক। বর্তমানে কিছু ব্যক্তি প্রত্যেক বস্তু হালাল হওয়ার দলিল খোঁজে কিন্তু হারাম হওয়ার দলিল পেশ করে না। এটি একেবারে কুরআনের পরিপন্থী।

وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ
اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ
اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ
اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ اَمْ كُنْتُمْ
شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ
فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ
كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۴۴﴾ ع

১৪৪. আর (আল্লাহ নর ও মাদীর) এক জোড়া উট হতে ও এক জোড়া গাভী হতে (সৃষ্টি করেছেন)। তুমি বলো, তিনি কি নর দু'টি হারাম করেছেন, না মাদী দু'টিকে নাকি তাকে যা মাদী দু'টি গর্ভে ধারণ করেছে? তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ্ তোমাদের এ নির্দেশ দিয়েছিলেন? সুতরাং তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে? যাতে সে তার মূর্খতার মাধ্যমে লোকদের পথভ্রষ্ট করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ জালেমদের হেদায়েত দেন না।

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا
عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ
مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ
خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ
لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ

১৪৫. তুমি বলো, আমার প্রতি যে ওহী করা হয়েছে তাতে কোনো আহারকারীর উপর কোনো খাদ্য আমি নিষিদ্ধ দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু মৃত (প্রাণী), অথবা প্রবাহিত রক্ত, কিংবা শূকরের মাংস যেহেতু তা অপবিত্র,[১] অথবা ওই অবাধ্যতার পশু- যা জবাই করার সময় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নাম নেওয়া হয়েছে - এসব ব্যতীত। তবে যে অপারগ হয়ে পড়ে সে ব্যতীত (আর সে এ অবস্থায়

টীকা:

১ সামগ্রিকভাবে এই আয়াত সম্পৃক্ত কিছু আহকাম রয়েছে- (১) হারাম শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা হয়, মনের ইচ্ছায় নয়, (২) প্রবাহিত রক্ত হারাম, যদিও তা বের হয়ে জমোট বাঁধে। তবে প্লীহা ও কলিজা হালাল- যদিও এতে জমাটবদ্ধ রক্ত থাকে, (৩) প্রত্যেক নাপাক বস্তু হারাম কিন্তু প্রত্যেক হারাম বস্তু নাপাক নয়, (৪) শূকরের সব কিছুই হারাম কেননা তা সুস্পষ্ট নাপাকী, (৫) শূকরের কোনো অংশ জবাই করলে বা রান্না করলে পাক হয় না, (৬) জীবিতবস্থায় পশুকে কারো নামের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা নয় বরং জবাই করার সময় কারো নাম নেওয়া বিবেচনাযোগ্য। (৭) মূর্তির নামে পশু জবাই করা فسق اعتقادی(আকিদাগত অবাধ্যতা) অর্থাৎ কুফরী, (৮) শরয়ী অপারগতার ক্ষেত্রে মৃত প্রাণী ইত্যাদি প্রয়োজন সাপেক্ষে বৈধ হতে পারে, (৯) যদি আন্দাজে ভুল করে প্রয়োজনের চেয়ে এক দুই গ্রাস বেশি খেলে পাকড়াও করা হবে না।

لَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤٥﴾

খায় যে) সে আগ্রহ ভরে খায় না কিংবা প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত না। তাহলে নিশ্চয়ই তোমার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَآ اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۭ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۡ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿١٤٦﴾

১৪৬.আর ইহুদিদের জন্য আমি হারাম করেছিলাম প্রত্যেক নখ বিশিষ্ট[১] পশু এবং গরু ও ছাগলের চর্বি তাদের জন্য আমি হারাম করেছিলাম তবে ওই চর্বি ব্যতীত যা সেগুলোর পিঠ অথবা অন্ত্রসংলগ্ন কিংবা অস্থির সাথে মিলিত। আমি তা তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার প্রতিফল দিয়েছি[২] এবং নিঃসন্দেহে আমি অবশ্যই সত্যবাদী।

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٤٧﴾

১৪৭.অতঃপর যদি তারা তোমাকে অস্বীকার করে, তবে তুমি বলো, তোমাদের রব অসীম দয়াময় এবং তার আযাব অপরাধীদের উপর থেকে রহিত হয় না।

টীকা:

১ এখানে নখ দ্বারা আঙুলকে বোঝানো হয়েছে। আঙুল মাঝখানে ফেটে বিভক্ত হওয়া, যেমন- কুকুর, হিংস্র প্রাণী অথবা বিভক্ত না হয়ে খুরের মতো হওয়া, যেমন- উট, উটপাখি, হাঁস ইত্যাদি। কিছু মুফাসসির বলেছেন, এখানে বিশেষত উট, উটপাখি ও হাঁসকে বোঝানো হয়েছে- এই প্রাণীগুলো ইহুদিদের জন্য হারাম ছিলো।

২ ইহুদিদের জন্য গরু, ছাগলের গোশত ইত্যাদি হালাল ছিলো কিন্তু চর্বি হারাম ছিলো; তবে যে চর্বি গরু ছাগলের পিঠ, অন্ত্র বা হাঁড়ের সাথে লেগে থাকে- তা তাদের জন্য হালাল ছিলো। যেহেতু ইহুদিদের অবাধ্যতার কারণে সেসব থেকে বঞ্চিত হয়েছিলো, সেহেতু এ সবকিছু তাদের উপর হারাম রয়ে গেলো। আমাদের শরীয়তে গরু-ছাগলের চর্বি, উট, হাঁস, উটপাখি হালাল।

سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَاْسَنَا ؕ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ؕ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ ﴿١٤٨﴾

১৪৮. এখন মুশরিকরা বলবে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমরা শিরক করতাম না, আমাদের পূর্বপুরুষরাও করতো না; আমরাও কোনো কিছু হারাম সাব্যস্ত করতাম না। এদের পূর্ববর্তী লোকেরাও এভাবেই অস্বীকার করেছিলো, শেষ পর্যন্ত তারা আমার আযাবের স্বাদ গ্রহণ করেছে। তুমিবলো, তোমাদের কাছে কি কোনো জ্ঞান আছে? তবে তা আমাদের জন্য বের করে দেখাও। তোমরা তো কেবল মিথ্যা কল্পনার অনুসরণ করছো; এবং তোমরা এভাবেই ভুল অনুমান করে যাচ্ছো।

قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯. তুমি বলো, পরিপূর্ণ প্রমাণ তো আল্লাহ্রই। সুতরাং তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সবাইকে হেদায়েত দান করতেন।

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ

১৫০. তুমি বলো, তোমাদের সাক্ষীদের হাজির করো, যারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ওই সব বস্তু হারাম করেছেন (যা তোমরা হারাম বলো)। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে হে শ্রোতা, তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দেবে না এবং তাদের কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না - যারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করে, যারা আখিরাতের উপর ঈমান আনে না এবং

بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٥٠﴾ ع

তাদের রবের সমকক্ষ দাঁড় করায়।[১]

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١٥١﴾

১৫১. তুমি বলো, এসো, আমি তোমাদের পড়ে শোনাবো যা তোমাদের জন্য তোমাদের রব হারাম করেছেন- তোমরা তার সাথে শরীক করবে না, পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করো এবং দারিদ্রের কারণে নিজেদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমি তোমাদেরকে এবং তাদেরকে -সবাইকে রিযিক দেবো।[২] আর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতার কাছে যেও না; আর যেই প্রাণকে (হত্যা করা) আল্লাহ্ নিষিদ্ধ করেছেন তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না।[৩] তিনি এই নির্দেশ তোমাদের দিয়েছেন যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো।

টীকা:

১ এতে সর্তক করা রয়েছে যে, যদি কেউ এমন সাক্ষ্য দিয়ে ফেলেও তবুও তা কেবল কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ, মিথ্যা ও বাতিল সাব্যস্ত হবে। এতে বোঝা গেলো যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং তার সত্যায়ন করা হারাম, একইভাবে মিথ্যুক ব্যক্তির পক্ষে ওকালতি করা হারাম - কেননা গুনাহের কাজে সাহায্য করাও গুনাহ।

২ জাহেলিয়াতের যুগে সন্তানকে কিছু লোক এ ভয়ে নিজ সন্তানকে হত্যা করতো যে, দরিদ্রতার কারণে তাদেরকে কোত্থেকে খাওয়াবে, তাদের পোশাক, অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর ব্যবস্থা কীভাবে করবে। আফসোস বর্তমানে অনেক মুসলমান জাহেলিয়াতের যুগের কাফেরদের অনুসরণ করছে। তারাও নবজাতক শিশু অথবা গর্ভস্থ সন্তানকে এ কারণে হত্যা করছে যে, তার প্রতিপালন, শিক্ষা ইত্যাদির খরচ কোত্থেকে পূরণ করবে। বিশেষত এই কাজ তখন করে যখন তারা জানতে পারে যে, গর্ভস্থ শিশুটি মেয়ে।

৩ এমন কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে ইসলামী বিচারকের অনুমতি রয়েছে অপরাধীকে হত্যা করার। যেমন খুনিকে কিসাস স্বরূপ, বিবাহিত ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাত ও মুরতাদকে শাস্তি হিসেবে হত্যা করা। তবে স্মরণ রাখবেন যে, ন্যায়ভাবে হত্যা করার বর্ণিত ক্ষেত্রগুলো সাধারণ মানুষের আমল করার অধিকার নেই, এর অনুমতি শুধু ইসলামী বিচারকের রয়েছে।

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ
هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَ
اَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ
لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَاِذَا
قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَ
بِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٢﴾

১৫২. আর খুব উত্তম পদ্ধতিতে, এমনকি যৌবনে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত এতিমদের সম্পত্তির কাছে যেও না। আর ওজন ও পরিমাপ ন্যায়ের সাথে পূর্ণ করো। আমি কারো উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা অর্পণ করি না আর যখন কথা বলবে তখন ন্যায্য কথা বলবে যদিও তা তোমাদের আত্মীয়ের বিষয় হয়। আর আল্লাহ্‌রই অঙ্গীকার পূর্ণ করো; (আল্লাহ) তোমাদের এ তাকিদ দিয়েছেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا
فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ
بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٥٣﴾

১৫৩. আর এই যে, এ হচ্ছে আমার সরল পথ। সুতরাং এর অনুসরণ করো[১] এবং অন্য পথে চলো না; অন্যথায় ওই পথগুলো তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।[২] তিনি তোমাদের এ নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা খোদাভীরু হও।

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى

১৫৪. অতঃপর আমি মূসাকে কিতাব দান করলাম যাতে নেককার ব্যক্তির উপর আমার

টীকা:

১ এতে বোঝা গেলো যে, আকিদার পরিশুদ্ধি, ইবাদত, মুআমালাতে (লেনদেন) শুদ্ধতা ও হক আদায় করা হলো সরল পথ। যে এর মধ্যে কোনো কিছুতে অলসতা করবে সে সরল পথে নেই। আকিদা হচ্ছে বুনিয়াদি শর্ত ও ভিত্তি- যা ছাড়া আমল গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যদিকে ইবাদত ও মুআমালাতের অনেক বিষয় ফরয ও ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত।

২ এখানে অন্য পথ বলতে ওই পথকে বোঝানো হয়েছে যা ইসলাম-পরিপন্থী, ইহুদি, খ্রিষ্টান, অন্য ধর্ম অথবা ইসলামের নমে কুফরীর পথ তৈরি করা যেমন কাদিয়ানী ধর্ম।

الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ
شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ
رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٥٤﴾

অনুগ্রহ পূর্ণ হয় এবং প্রত্যেক কিছুর বিশদ বিবরণ, হেদায়েত ও দয়া থাকে; যেন তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে ঈমান আনে।

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ
فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٥٥﴾

১৫৫. আর এ বরকতময় কিতাব যা আমি নাযিল করেছি; সুতরাং তার অনুসরণ করো এবং খোদাভীরু হও যেন তোমাদের উপর দয়া করা হয়।[১]

اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى
طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۪ وَاِنْ كُنَّا عَنْ
دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿١٥٦﴾

১৫৬. (তা এজন্য অবতীর্ণ হয়েছে) যাতে তোমরা এ কথা না বলো যে কিতাব তো আমাদের পূর্বে দুইটি সম্প্রদায়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছিলো; আর আমাদের কাছে তাদের পঠন-পাঠন সম্বন্ধে কোনো খবরই ছিলো না!

اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا
الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ

১৫৭. অথবা (যাতে তোমরা এ কথা না) বলো যে, যদি আমাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ হতো, তবে আমরা তাদের চেয়ে অধিক হেদায়েত প্রাপ্ত হতাম।[২] অতঃপর

টীকা:

১ কুরআন মাজীদের একটি হক হলো যে, এর আনুগত্য করা। আফসোস, বর্তমানে কুরআনের উপর আমল করার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। আজ মুসলমানরা এই কিতাবকে প্রতিদিন তেলাওয়াত করার পরিবর্তে ঘরে কাপড়ে মুড়িয়ে, দোকানে ব্যবসার বরকতের জন্য সাজিয়ে রাখে; তেলাওয়াতকারীরা সঠিকভাবে তেলাওয়াত করে না আর কুরআন বুঝে এমন লোকের সংখ্যাও খুব কম।

২ আরবের কাফেরদের একটি দল বলতো যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উপর তাওরাত ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু ওই নির্বোধরা সে কিতাব হতে হেদায়েত অর্জন করেনি। আমরা তাদের মতো নির্বোধ, অবুঝ নই। আমাদের বিবেক ঠিক আছে আর আমাদের বিবেক - বুদ্ধি, জ্ঞান-প্রজ্ঞা এমন যে, যদি আমাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ হতো তবে আমরা তাদের চেয়ে বেশি সঠিক পথে থাকতাম । তাদের বিষয়ে এই আয়াত নাযিল হয়েছে যে, কুরআন নাযিল হয়েছে, এখন এর উপর আমল কেন করো না?

جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّ
رَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ؕ سَنَجْزِي
الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ
الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ﴿١٥٧﴾

তোমাদের কাছে তোমাদের রবের উজ্জ্বল প্রমাণ, হেদায়েত ও দয়া এসেছে। তবে তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র আয়াতগুলোকে অস্বীকার করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? শীঘ্রই যারা আমার আয়াতগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে আমি তাদের মন্দ আযাবের শাস্তি দেবো।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ
اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ
رَبِّكَ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ
لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ
اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ
اِيْمَانِهَا خَيْرًا ؕ قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا
مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮.তারা কেবল এজন্য অপেক্ষা করে আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতারা আসবে অথবা তোমার রবের আযাব আসবে, অথবা তোমার রবের কিছু নিদর্শন আসবে। যেদিন তোমার রবের কিছু নিদর্শন আসবে, সেদিন কারো ঈমান আনা তার কোনো কাজে আসবে না যে এর পূর্বে ঈমান আনেনি কিংবা যে তার ঈমানে কোনো মঙ্গল অর্জন করেনি।[১] তুমি বলো, তোমরা অপেক্ষা করো আর আমরাও অপেক্ষা করছি।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا
شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ؕ اِنَّمَآ

১৫৯. নিঃসন্দেহে তারা, যারা নিজের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করেছে এবং নিজেরাও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, হে হাবীব, তাদের সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই।

টীকা:

১ এর অর্থ হচ্ছে পশ্চিম থেকে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে গুনাহগার মুমিন যদি তাওবা না করে, তাহলে তার তাওবা কবুল হবে না।

اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿١٥٩﴾

তাদের অবস্থা কেবল আল্লাহ্‌র কাছে ন্যস্ত। অতঃপর তিনি তাদেরকে বলে দেবেন যা কিছু তারা করতো।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬০. যে একটি নেকী নিয়ে আসে,[১] তবে তার জন্য এর মতো দশটি নেকী রয়েছে আর যে কোনো গুনাহ নিয়ে আসে, তবে তাকে কেবল ততটুকুই প্রতিফল দেওয়া হবে এবং তার উপর জুলুম করা হবে না।

قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰىنِىْ رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٦١﴾

১৬১. তুমি বলো, নিশ্চয়ই আমার রব আমাকে সরল পথের দিকে হেদায়েত দিয়েছেন। (এ হলো) মজবুত দ্বীন যা সর্ব বাতিল থেকে মুক্ত ইবরাহীমের আদর্শ আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না।

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٢﴾ لَا

১৬২. তুমি বলো, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানীসমূহ, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু -সবই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সমগ্র জাহানের রব;[২]

টীকা:

১ যে একটি নেকী করবে তাকে দশটি নেকী করার প্রতিদান দেওয়া হবে। এটি কোনো চূড়ান্ত পরিমাণ নয় বরং এটি আল্লাহর দয়ার শুরু মাত্র। আল্লাহ পাক যার জন্য যত চান তার জন্য তত বাড়িয়ে দেন, একের বদলে সাতশ গুণ অথবা বেহিসাব দান করেন।

২ এখানে যা বলা হয়েছে তা বাস্তবে একজন মুমিনের প্রতিচ্ছবি। মুসলমানের জীবন, মরণ, ইবাদত রিয়াযত সবকিছু আল্লাহর জন্য হওয়া আবশ্যক। তার জীবন যেন আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির কাজে ব্যয় হয়, অনুরূপ মরণও যেন ঈমানের হালতে হয় এবং সম্ভব হলে সত্যের বাণী উচ্চ করার জন্য হয়। অনুরূপ ইবাদত শিরকে জলী মুক্ত হওয়া ঈমানের অর্ন্তভুক্ত। ইবাদত শিরকে খাফি অর্থাৎ লৌকিকতা মুক্ত ও কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে।

لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٦٣﴾

১৬৩. তার কোনো শরীক নেই; আমাকে এই হুকুম করা হয়েছে এবং আমি সর্বপ্রথম মুসলমান।[১]

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ؕ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٦٤﴾

১৬৪. তুমি বলো, আমি কি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য রব তালাশ করবো? অথচ তিনিই সবকিছুর রব। আর প্রত্যেকে যা আমল করবে তার দায় তারই থাকবে এবং কোনো ভার বহনকারী অন্যের ভার বহন করবে না । অতঃপর তোমাদেরকে তোমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তারপর তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন যা নিয়ে তোমরা মতভেদ করতে।[২]

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ

১৬৫. আর তিনিই- যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তোমাদের একজনকে অন্যের তুলনায় বহুগুণ মর্যাদা দান করেছেন যেন যা তিনি তোমাদের দান করেছেন তা নিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করেন।

টীকা:

১ হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র নূর সকল মাখলুকের পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে। অনুরূপভাবে তিনি ইয়াওমে আলাস্ত বা প্রতিশ্রুতির দিন সবার আগে আল্লাহ পাকের রবুবিয়্যাতের স্বীকৃতি দেন আর উম্মতের জন্য ঈমান ও ইসলামের প্রথম নমুনা হচ্ছেন তিনিই صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ।

২ অর্থাৎ গুনাহগার একেবারে গুনাহ হতে মুক্ত হয়ে যাবে, অন্যের উপর তার গুনাহ চাপিয়ে দেওয়া হবে - তা হতে পারে না। অনুরূপ একজনের গুনাহ অন্যের উপর বিনাকারণে চাপিয়ে দেওয়া- তাও হতে পারে না। তবে যে ব্যক্তি গুনাহের কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করলো অথবা অন্যকে গোমরাহ করে গুনাহের পথে নিয়ে গেলো, তাহলে তাকেও এসব কাজের জন্য পাকড়াও করা হবে। এটি হবে তার গুনাহের আধিক্যের মাধ্যম, কেননা তার কারণে যতজন লোক যতগুলো গুনাহ করেছে তাদের সব গুনাহ প্রথম ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেওয়া। বাস্তবে এটি হচ্ছে ওই ব্যক্তির নিজের আমলের প্রতিফল। এমন নয় যে, অন্যের গুনাহ বিনা কারণে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٦٥﴾ ع	নিশ্চয়ই তোমার রব দ্রুত শাস্তিদাতা[১] এবং নিশ্চয়ই তিনি অধিক ক্ষমাশীল, দয়াময়।
٧ سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ ٣٩ اٰيَاتُهَا ٢٠٦ رُكُوْعَاتُهَا ٢٤	**সূরা: আ'রাফ, মাক্কী** **আয়াত: ২০৬, রুকু: ২৪**
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	আল্লাহর নামে শুরু যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
الٓمّٓصٓ ﴿١﴾ ج	১. আলিফ, লা-----ম, মী-----ম, স্ব---দ।
كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢﴾	২. হে হাবীব! (এ হলো) একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, যেন এর মাধ্যমে তুমি ভীতি প্রদর্শন করো এবং তা মুসলমানদের জন্য উপদেশস্বরূপ । কাজেই তোমার মনে এ নিয়ে যেন কোনো সংকোচ না থাকে।
اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣﴾	৩. হে লোকেরা! তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করো এবং তাকে পরিত্যাগ করে অন্য প্রভুর অনুসরণ করো না। তোমরা খুব কমই অনুধাবন করো।
وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا	৪. এমন কতো জনপদ আমি ধ্বংস করেছি! অতঃপর তাদের উপর আমার শাস্তি রাতের

টীকা:

১ এর অর্থ হলো, যখন আযাবের সময় এসে যায় তখন আল্লাহ পাক আযাব নাযিল করতে দেরি করেন না।

بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْهُمْ قَآئِلُوْنَ ۝٤	বেলায় এসেছে অথবা (যখন) তারা দুপুরে বিশ্রামরত ছিলো।[১]
فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝٥	৫. কাজেই, তাদের উপর যখন আমার আযাব এলো তখন তাদের কাছে এ আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই ছিলো না যে- নিশ্চয়ই আমরাই জালেম ছিলাম।
فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٦	৬. অতঃপর নিঃসন্দেহে, আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবো যাদের প্রতি (রাসূল) প্রেরণ করা হয়েছিলো[২] আর নিঃসন্দেহে আমি অবশ্যই রাসূলগণকে জিজ্ঞাসা করবো।
فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ۝٧	৭. অতঃপর অবশ্যই আমি তাদেরকে আমার জ্ঞানের মাধ্যমে বলে দেবো এবং আমি অনুপস্থিত ছিলাম না।

টীকা:

১ এর অর্থ হচ্ছে যে, তাদের উপর আল্লাহ পাকের আযাব এমন সময় এলো যখন তাদের খেয়াল ছিলো না। কেননা তা হয়তো রাতের সময় ছিলো যখন তারা প্রশান্তির নিদ্রায় ছিলো অথবা দুপুরে বিশ্রামের সময় ছিলো যখন তারা শান্তিতে মগ্ন ছিলো। তখন আযাব নাযিলের কোনো আলামত বা কোনো ইঙ্গিত ছিলো না যাতে আগেই খবর পাওয়া যায় বরং তা হঠাৎ চলে এলো, তারা পালানোর চেষ্টাও করতে পারলো না। এতে কাফেরদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন আরাম আয়েশের সামগ্রী নিয়ে অহংকার না করে। আল্লাহর আযাব যখন আসে তখন হঠাৎ চলে আসে।

২ অর্থাৎ যাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিলো ওই উম্মতদের কাছে প্রশ্ন করা হবে যে, তোমাদের কাছে তোমাদের রাসূলগণ তাবলীগ করেছে নাকি করেনি? তোমরা রাসূলগণের দাওয়াতের কী জবাব দিয়েছিলে? তাদের হুকুম কি মান্য করেছিলে? রাসূলগণের কাছে প্রশ্ন করা হবে যে, তোমরা কি তোমাদের উম্মতকে আমার বাণী পৌঁছে দিয়েছিলে? তোমাদের সম্প্রদায় তোমাদেরকে কী জবাব দিয়েছিলো?

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ⑧

৮. আর সেদিনের পরিমাপ অবশ্যই সত্য, সুতরাং যাদের পাল্লা ভারি হবে, তারাই সফলকাম হবে।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ⑨

৯. আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই হচ্ছে ওই সব লোক, যারা নিজেদেরকে ক্ষতিতে নিক্ষেপ করেছে;[১] এ কারণে যে, তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি জুলুম করতো।

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ⑩ ع

১০. আর নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে আশ্রয় দিয়েছি আর তোমাদের জন্য তাতে জীবন ধারণের উপকরণ তৈরি করেছি, তোমরা খুব কম কৃতজ্ঞতা আদায় করো।

ع ٨

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ⑪

১১. আর নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদের আকৃতি তৈরি করেছি। তারপর আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা করো। তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করলো। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না।

টীকা:

১ সহীহ ও মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, কিয়ামতের দিন একটি দাড়িপাল্লা আনা হবে, যাতে দুটি পাল্লা থাকবে ও একটি দণ্ড থাকবে। এতে ঈমান আনা ও সত্য মনে করা অবশ্যক। কথা হচ্ছে ওই দাড়িপাল্লা দেখতে কেমন হবে? কী ধরনের হবে? এবং তা দিয়ে ওজন করার পদ্ধতি কী? এসব আমাদের জ্ঞানের সীমাবহির্ভূত, তা জানা আমাদের জন্য আবশ্যক নয়। তবে অদৃশ্যের বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান আনা ফরয; তা কী রকম, কী ধরণের? তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ভালো জানেন।

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ؕ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴿١٢﴾

১২. আল্লাহ বললেন, যখন আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, তখন কোন বিষয় তোমাকে বাধা দিয়েছিলো যে, তুমি সিজদা করলে না? ইবলীস বললো, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে।[১]

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ﴿١٣﴾

১৩. আল্লাহ বললেন, 'তুমি এখান থেকে নেমে যাও। এখানে অহঙ্কার করা তোমার জন্য বৈধ নয়। বের হও! অবশ্যই তুমি লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।'[২]

قَالَ اَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪. শয়তান বললো, আমাকে অবকাশ দাও সে দিন পর্যন্ত, যেদিন সবাইকে উত্থিত করা হবে।

قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿١٥﴾

১৫. আল্লাহ বললেন, তোমাকে অবকাশ দেওয়া হলো।

قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿١٦﴾

১৬. শয়তান বললো, তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছো- আমি এরই শপথ করছি যে, আমি অবশ্যই তোমার সরল পথে মানুষের জন্য ওঁত পেতে বসে থাকবো।[৩]

টীকা:

১ ইবলীসের উদ্দেশ্য ছিলো যে, আগুন মাটির চেয়ে উত্তম। কাজেই যার মূল উপাদান হচ্ছে আগুন, তা তার চেয়ে উত্তম হবে যার মূল উপাদান হচ্ছে মাটি। শয়তানের এই ধারণা ভুল ছিলো, কারণ যাকে আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন সেই উত্তম হবে। আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হলো তার আনুগত্য করা।

২ এতে বোঝা গেলো যে, অহংকার এমন নিন্দনীয় স্বভাব যে, হাজার বছরের ইবাদতগুজার ইবলীসও আল্লাহর দরবারে বিতাড়িত ও কিয়ামত পর্যন্ত লাঞ্ছনার শিকার হলো।

৩ শয়তান এখানে বিপথগামী করার বিষয়টি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করলো। এ কথা হয় শয়তান নিজেকে বাধ্য মনে করে বলেছে না হয় আল্লাহ পাকের সাথে বেয়াদবির উদ্দেশ্যে এমন করেছে।

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَ
مِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ
شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ
شٰكِرِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭. অতঃপর আমি অবশ্যই তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিক থেকে তাদের কাছে আসবো।[১] আর তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না।

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا
مَّدْحُوْرًا ؕ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ
لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٨﴾

১৮. আল্লাহ বললেন, তুমি এখান থেকে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হয়ে বের হয়ে যাও। অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, আমি অবশ্যই তোমাদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবো।

وَيٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ
الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾

১৯. আর হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো। অতঃপর তা হতে যেখানে ইচ্ছা আহার করো এবং ওই গাছের কাছে যেও না। অন্যথায় সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ
لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا
وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ
الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ
تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ﴿٢٠﴾

২০. অতঃপর শয়তান তাদের মনে কুমন্ত্রণা দিলো যাতে সে তাদের গোপন লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করে এবং সে বললো, তোমাদেরকে তোমাদের রব এ গাছের ব্যাপারে এ জন্যই নিষেধ করেছেন যেন তোমরা ফেরেশতা না হতে পারো অথবা চিরজীবী না হতে পারো।

টীকা:

১ সম্মুখ অর্থাৎ আমি তাকে দুনিয়া সম্পর্কে কুমন্ত্রণা দেবো, পশ্চাৎ অর্থাৎ আখিরাত সম্পর্কে কুমন্ত্রণা দেবো, ডানদিক অর্থাৎ তাকে দ্বীনের ব্যাপারে কুমন্ত্রণা দেবো আর বামদিক অর্থাৎ তাদেরকে গুনাহের দিকে ধাবিত করবো।

وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢١﴾

২১. আর সে তাদের উভয়ের কাছে শপথ করে বললো, আমি তোমাদের উভয়ের কল্যাণকামী।

فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٢﴾

২২. অতঃপর সে তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে অবতরণ করালো, তারপর যখন তারা ওই গাছের ফল খেলো, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে খুলে গেলো এবং জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদের আবৃত করতে লাগলো।[১] আর তাদেরকে তাদের রব বললেন, আমি কি তোমাদেরকে ওই গাছের ব্যাপারে নিষেধ করিনি? আর তোমাদেরকে এও কি বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۖ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. তারা উভয়ে বললো, হে আমাদের রব, আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। আর যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না করো এবং আমাদের প্রতি দয়া না করো, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।[২]

টীকা:

১ হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام ও হযরত হাওয়া رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا'র পোশাক শরীর হতে পৃথক হওয়ার সাথে সাথে পাতা দিয়ে নিজেদের শরীর ঢাকা এই কথা প্রমাণ করে যে, লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা মানব প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি নগ্ন হওয়াকে স্বাভাবিক মনে করে, যেমন- পশ্চিমা বিশ্বের একটা বড় অংশের মাঝে এই প্রবণতা বিদ্যমান, তারা ওই সব দলের অন্তর্ভুক্ত যাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি বিনষ্ট হয়ে গেছে।

২ এই আয়াতে নিজের উপর জুলুম করার অর্থ হচ্ছে গুনাহ করা নয় বরং নিজের ক্ষতি করা আর তা এভাবে যে, জান্নাতের পরিবর্তে দুনিয়াতে আসতে হলো এবং সেখানকার আরামের জীবনের পরিবর্তে কষ্টের জীবন গ্রহণ করতে হলো। হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام তার পদস্খলনের পর যেভাবে দোয়া করেছেন তাতে মুসলমানদের জন্য শিক্ষা রয়েছে যে, যখন তারা কোনো ভুল করে তারা যেন আল্লাহর দরবারে অনুতাপ প্রকাশ করে, নিজের ভুল স্বীকার করে এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ পাকের কাছে দয়া ও ক্ষমার দোয়া করে যাতে তিনি তাদের গুনাহ ক্ষমা করেন, তাদের উপর রহমত করেন।

قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٢٤﴾

২৪. আল্লাহ বললেন, তোমরা নেমে যাও! তোমাদের মধ্যে কিছু পরস্পর শত্রু (হবে) এবং তোমাদের জন্য পৃথিবীতে একটি সময় পর্যন্ত বাসস্থান ও ভোগ-উপকরণ রয়েছে।

قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ﴿٢٥﴾ ع ٢ ١٥ ٩

২৫. (আল্লাহ) বললেন, সেখানেই তোমরা জীবন অতিবাহিত করবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং তা হতেই তোমাদের উত্থিত করা হবে।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ؕ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. হে আদম সন্তান, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতি এক পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান গোপন করে এবং (একটি পোশাক যা) তোমাদের শোভাস্বরূপ। আর তাকওয়ার পোশাক হলো সর্বোত্তম।[১] এ হলো আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলোর অন্তর্ভুক্ত যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ؕ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ

২৭. হে আদম সন্তান, শয়তান যেন তোমাদের ফিতনায় না ফেলে, যেভাবে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিলো, তাদের পোশাক খুলিয়ে ফেলেছিলো যাতে সে তাদের কাছে তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশ করে দেয়। নিশ্চয়ই সে নিজে এবং তার দল তোমাদের সেখান থেকে দেখতে

টীকা:

১ তাকওয়ার পোশাকের অর্থ হলো খারাপ আকিদা ও খারাপ আমল পরিত্যাগ করা ও পবিত্র চরিত্র গঠন করা। যেভাবে কাপড়ের পোশাক মানুষকে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করে; তদ্রুপ তাকওয়ার পোশাক মানুষকে আখিরাতের আযাব থেকে রক্ষা করে ।

لَا تَرَوْنَهُمْ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ
اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٧﴾

পায়; যেখানে তোমরা তাদের দেখতে পাও না;[১] নিশ্চয়ই আমি শয়তানদেরকে যারা ঈমান আনে না- তাদের বন্ধু বানিয়েছি ।

وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا
عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ؕ
قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ؕ
اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. এবং যখন তারা কোনো অশ্লীলতা করে, তখন বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এ কাজ করতে দেখেছি এবং আল্লাহও আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন। হে হাবীব! তুমি বলো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অশ্লীলতার নির্দেশ দেন না[২]। তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলো যা তোমরা জানো না?

قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ۫ وَاَقِيْمُوْا
وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ
مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ؕ كَمَا
بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ﴿٢٩﴾ ؕ

২৯. তুমি বলো, আমার রব ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন;[৩] আর (এও যে,) প্রত্যেক নামাযের সময় নিজেদের মুখ সোজা রাখো[৪] এবং ইবাদতকে তাঁরই জন্য একনিষ্ঠ রেখে তাঁরই বন্দেগি করো; তিনি যেভাবে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, সেভাবেই তোমরা ফিরে আসবে।

টীকা:

১ অর্থাৎ শয়তান ও তার বংশধর সমগ্র দুনিয়ার লোককে দেখে অথচ মানুষ তাদেরকে দেখতে পারে না। শয়তান ভয়ানক শত্রু। তার থেকে বাঁচার উপায় হলো আল্লাহ পাকের কাছে পানাহ চাওয়া, শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার চেষ্টা করা এবং নেককারদের সাহচর্য অবলম্বন করা।

২ আরবী শব্দ (فَاحِشَه) 'র একটি অর্থ হচ্ছে শিরক, যা ঘৃণিত হওয়া সুস্পষ্ট; অথবা জাহেলিয়াতের যুগের কাফেরদের একটি পদ্ধতি, যা হচ্ছে কাফের নর-নারী নগ্ন হয়ে কাবাঘর তাওয়াফ করতো। এর সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে তারা তাদের পূর্বপুরুষদের কর্মকাণ্ডকে উপস্থাপন করে দাবি করতো যে, তারাও এভাবে করতো। এখানে তা খণ্ডন করা হয়েছে।

৩ আরবী শব্দ (قِسْط) 'র কয়েকটি অর্থ আছে যেমন অংশ, ন্যায়বিচার বা ইনসাফ অথবা মধ্যমপন্থা যাতে কোনো কমবেশি থাকে না। অধিকাংশ মুফাসসিরের নিকট এখানে আয়াতে (قِسْط) 'র অর্থ হচ্ছে ন্যায়বিচার।

৪ আয়াতে (مَسْجِد) শব্দটির অর্থ হচ্ছে সিজদা করা, এখানে তা দ্বারা নামাযকে বোঝানো হয়েছে।

فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ؕ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. একদলকে তিনি হেদায়েত দিয়েছেন এবং এক দলের পথভ্রষ্টতা প্রমাণিত হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শয়তানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর তারা মনে করে যে তারা হেদায়েত প্রাপ্ত।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾ ع

৩১. হে আদম সন্তান, প্রত্যেক নামাযের সময় তোমাদের সৌন্দর্য ধারণ করো আর আহার করো ও পান করো এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

ع ١٠ ٣

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ؕ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২.তুমি বলো, আল্লাহ্‌র সেই শোভাকে কে হারাম করেছে যা তিনি তার বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র রিযিককে (কে হারাম করেছে)?[১] তুমি বলো, এগুলো দুনিয়াতে ঈমানদারদের জন্য আর কিয়ামতে কেবল তাদের জন্যই থাকবে। আমি এভাবে জ্ঞানীদের জন্য আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি।

টীকা:

১ এই আয়াতের ভিত্তিতে অনেকেরই নিজের সংশোধন করা আবশ্যক। (১) যারা নিজের ইবাদত ও তাকওয়ার অহংকারে মানুষের হালাল কাজের পিছনে লেগে থেকে তাদের মনে কষ্ট দেয়- এ কাজ নাজায়েয ও একেবারে তাকওয়ার পরিপন্থী, (২) যারা নিজের নফসের উপর কঠোরতা করতে গিয়ে মজাদার খাবার ছেড়ে দেয় কিন্তু অন্য ব্যক্তি যদি সেই খাবার গ্রহণ করে তাহলে তাকে ঘৃণার চোখে দেখে। এটিও একেবারে হারাম, (৩) কিছু লোক যারা গিয়ারভী শরীফ, মীলাদ শরীফ, বুযুর্গদের ফাতিহা,ওরস, শোহাদায়ে কারবালার মাহফিল ইত্যাদির শিরনি, শরবতকে হারাম সাব্যস্ত করে- তারাও এই আয়াতের স্পষ্ট বিরোধিতা করে গুনাহগার হয়। কেননা এসব বিষয় হালাল, এগুলোকে হারাম বলা নিজের মতকে দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করানোর শামিল আর এটিই হচ্ছে বিদআত ও গোমরাহী।

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. তুমি বলো, আমার রব তো প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা,[১] গুনাহ[২] ও অন্যায্য অত্যাচার[৩] হারাম সাব্যস্ত করেছেন এবং এও (হারাম সাব্যস্ত করেছেন) যে, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা - যার কোনো প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা- যা সম্পর্কে তোমরা জানো না।

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. আর প্রত্যেক জাতির একটি সময় নির্ধারিত আছে; সুতরাং যখন তাদের সময় আগমন করবে তখন এক মুহূর্ত আগেও হবে না এবং পরেও না।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. হে আদম সন্তান, যদি তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে ওই রাসূল আগমন করেন যে তোমাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে; তবে যারা খোদাভীরুতা অবলম্বন করবে এবং নিজের সংশোধন করবে, সুতরাং তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

টীকা:

১ এতে কবীরা গুনাহকে বোঝানো হয়েছে। একটি উক্তি মোতাবেক, এতে ওই গুনাহকে বোঝানো হয়েছে যাতে শরয়ী শাস্তি আবশ্যক, আরেকটি উক্তি মতে এতে যিনা বা ব্যভিচারকে বোঝানো হয়েছে।

২ এর তাফসীর নিয়ে কয়েকটি মত রয়েছে (১) প্রতিটি সগীরা গুনাহ, (২) ওই গুনাহ যাতে শরয়ী শাস্তি আবশ্যক হয় না কিংবা (৩) প্রত্যেক গুনাহ(اِثْم) - সগীরা হোক বা কবীরা।

৩ অন্যায্য অত্যাচার অর্থ হলো- কোনো ব্যক্তির এমন কিছু দাবি করা যা পাওয়ার হক তার নেই, তবে নিজের হক দাবি করা এর অর্ন্তভুক্ত নয়।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. আর যারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করবে ও তার বিপরীতে অহংকার করবে,[১] তারা জাহান্নামী, সেখানে চিরদিন থাকবে।

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. সুতরাং তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করেছে[২] কিংবা তার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছে? কাজেই তাদের ভাগ্যে লিখিত অংশ তাদের কাছে পৌঁছাবে যতক্ষণ না তাদের কাছে আমার প্রেরিত (ফেরেশতারা) তাদের জান কবজের জন্য আসবে; তখন (ফেরেশতারা) তাদের উদ্দেশ্যে বলবে, কোথায় তারা- আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের তোমরা উপাসনা করতে? তারা (উত্তরে) বলবে, তারা আমাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে এবং তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, তারা কাফের ছিলো।

টীকা:

১ আয়াতের বিপরীতে অহংকার করার অর্থ হলো মানতে অস্বীকার করা। অহংকারের একটি ক্ষতিকারক দিক হলো যে, অহংকারীর জন্য উপদেশ গ্রহণ করা কঠিন হয়।

২ আল্লাহ পাকের উপর মিথ্যা আরোপ করার বিভিন্ন উপায় বর্ণনা করা হয়েছে - (১) মূর্তি অথবা তারকাকে আল্লাহ পাকের শরীক সাব্যস্ত করা, (২)তাকে ইয়াযদান ও আহ্রমান- দুই খোদা ঘোষণা করা, (৩) আল্লাহ পাকের জন্য ছেলে ও মেয়ে সাব্যস্ত করা ও (৪) বাতিল আহকামকে আল্লাহ পাকের দিকে সম্পৃক্ত করা। আয়াত অস্বীকার করার অর্থ হলো যে, কুরআন পাককে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব না মানা ও নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র নবুওয়াতকে অস্বীকার করা।

قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ
قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ ؕ
كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ
حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ
اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا
فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ؕ قَالَ
لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. আল্লাহ্ তাদেরকে বলবেন যে, তোমাদের পূর্বে জিন ও মানুষের যে দল আগুনে প্রবেশ করেছে, তোমরাও তাদের মধ্যে প্রবেশ করো! যখন একটি দল (জাহান্নামে) প্রবেশ করবে, তখন অপর (দলকে) অভিশাপ দেবে।[১] শেষপর্যন্ত, যখন সবাই তাতে একত্রিত হবে, তখন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে, হে আমাদের রব, এরাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিলো। সুতরাং তাদেরকে দ্বিগুণ আগুনের আযাব দাও। আল্লাহ্ বলবেন, সবার জন্য দ্বিগুণ রয়েছে, কিন্তু তোমরা জানো না।

وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ
لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٣٩﴾ ع

৩৯. আর তাদের পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের বলবে, তোমরা আমাদের চেয়ে কোনাভাবে উত্তম নও। সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের বদলাস্বরূপ আযাবের স্বাদ উপভোগ করো।

ع ৩

টীকা:

১ অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারের কাফের নিজ প্রকারের কাফেরকে লানত করবে। মুশরিক মুশরিকদেকে, ইহুদি ইহুদিদেরকে, এবং খ্রিস্টানরা খ্রিস্টানদেরকে লানত করবে। এতে বোঝা গেলো যে, কিয়ামতের দিন কোনো ব্যক্তি তার সাথেই থাকবে যার সাথে তার মনের মিল থাকবে, সময় ও জায়গা ভিন্ন হোক না কেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ
اسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ
السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى
يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ؕ وَ
كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪০. নিশ্চয়ই তারা, যারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছে এবং সেগুলোর বিপরীতে অহঙ্কার করেছে, তাদের জন্য আসমানের দরজাগুলো খোলা হবে না[১] এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না সূচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করে[২] আর আমি অপরাধীদের এভাবেই বদলা দেই।[৩]

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ
غَوَاشٍ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤١﴾

৪১.তাদের জন্য আগুনের বিছানা এবং তাদের উপরে (তারই) আচ্ছাদন থাকবে;[৪] আর জালেমদেরকে আমি এভাবেই বদলা দেই।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا
نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَآ ۚ اُولٰٓئِكَ
اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. আর তারা, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে; আমি কাউকে তার সাধ্যের অধিক ভার অর্পণ করি না। তারা জান্নাতী, তারা তাতে চিরদিন অবস্থান করবে।

টীকা:

১ কাফেরদের জন্য আসমানের দরজা উন্মুক্ত না হওয়ার একটি অর্থ হলো কাফেরদের আমল ও রুহের জন্য আসমানের দরজা উন্মুক্ত করা হবে না। কেননা তাদের আমল ও রুহ দুটোই মন্দ। অন্য অর্থ হচ্ছে তারা বরকত, রহমত, কল্যাণ অবতীর্ণ হওয়া থেকে বঞ্চিত থাকে।

২ এতে প্রমাণিত হলো যে, কাফেরদের জান্নাত থেকে বঞ্চিত থাকা অকাট্য। কেননা সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করা محال(অসম্ভব) আর যা অসম্ভব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, তা নিজেও অসম্ভব। সুতরাং কাফেরদের জান্নাতে প্রবেশ করাও অসম্ভব।

৩ এই আয়াতে (مُجرِمين) বলতে কাফেরদেরকে বোঝানো হয়েছে কেননা তাদের একটি স্বভাব ছিলো যে, তারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করতো ও অহংকার করতো।

৪ অর্থাৎ উপর-নীচ সবদিক থেকে তাদেরকে আগুন ঘিরে রেখেছে। এখানে শুধু উপর ও নীচের আলোচনা করা হয়েছে কেননা ডান-বাম বাক্যের প্রেক্ষাপট থেকে নিজেই বোঝা যায়।

وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰىنَا لِهٰذَا ۫ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۭ وَنُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝۴۳

৪৩. আর আমি তাদের বক্ষ থেকে হিংসা বিদ্বেষ বের করে দিয়েছি;[১] তাদের তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত হবে আর তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য যিনি আমাদেরকে এর হেদায়েত দিয়েছেন; এবং আমরা হেদায়েত পেতাম না যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে হেদায়েত না দিতেন। নিঃসন্দেহে, আমাদের রবের রাসূলগণ সত্য এনেছেন। আর তাদেরকে আহবান করা হবে যে- এই হলো জান্নাত, তোমাদেরকে তোমাদের আমলের প্রতিদানস্বরূপ[২] এর উত্তরাধিকারী[৩] করা হয়েছে।

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۭ قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ

৪৪.আর জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে আহ্বান করবে[৪] যে, আমাদের রব যে প্রতিশ্রুতি আমাদের দিয়েছিলেন তা আমরা সত্য পেয়েছি। সুতরাং তোমরাও কি সে প্রতিশ্রুতিকে সত্য পেয়েছো যা তোমাদের রব তোমাদেরকে দিয়েছিলেন? তারা বলবে,

টীকা:

১ জান্নাতীদের গরিব হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পবিত্র থাকবে। আল্লাহর দয়ায় আশা রাখা যায় যে, যারা এখানে নিজের মনকে হিংসা বিদ্বেষ থেকে পাক রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে পাক মনের অধিকারীদের সাথে অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের সাথে রাখবেন।

২ কুরআন মাজীদে জান্নাতে প্রবেশের দুটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে(১) আল্লাহ তা'য়ালার দয়া(২) বান্দাদের নেক আমল উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য এভাবে হয় যে, প্রথমটি হলো প্রকৃত কারণ আর অন্যটি হলো বাহ্যিক কারণ।

৩ জান্নাতকে দুটি কারণে মীরাস (উত্তরাধিকার) বলা হয়েছে - (১) যে জান্নাতী মহল কাফেরদের ঈমান আনা সাপেক্ষে তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছিলো তা ঈমানদারদের দেওয়া হবে অর্থাৎ ঈমানদারদের জন্য তা মীরাস স্বরূপ হবে (২) মীরাস স্বীয় পরিশ্রম ও উপার্জন দ্বারা পাওয়া যায় না, জান্নাত আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে পাওয়া যাবে।

৪ এতে জাহান্নামী কাফেরদের বোঝানো হয়েছে, গুনাহগার মুমিনদের বোঝানো হয়নি। কেননা জান্নাতী মুসলমানরা গুনাহগার মুমিনদের কটাক্ষ করবে না বরং তাদের শাফায়াত করে সেখান থেকে বের করে আনবে।

لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾

হ্যাঁ। অতঃপর এক আহ্বানকারী তাদের মাঝে আহ্বান করবে যে, জালেমদের উপর আল্লাহর লানত হোক ।

الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫. যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়, তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে[১] আর তারা আখিরাতকে অস্বীকার করে।

وَ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَ عَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا بِسِيْمٰهُمْ ۚ وَ نَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۫ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. আর জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে একটা পর্দা আছে;[২] আর আ'রাফ- 'র উপর কিছু পুরুষ থাকবে, যারা সবাইকে তাদের কপাল দেখে চিনবে আর তারা জান্নাতীদের আহ্বান করে বলবে, তোমাদের উপর সালাম । এই আ'রাফবাসীরা (তখনও) জান্নাতে প্রবেশ করবে না অথচ তার আগ্রহ রাখবে।

وَ اِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ اَصْحٰبِ النَّارِ ۙ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٧﴾ ع

৪৭. আর যখন আ'রাফবাসীদের দৃষ্টি জাহান্নামীদের দিকে ফিরবে তখন বলবে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে জালেমদের সঙ্গী করো না।

وقف لازم

ع ١٢

টীকা:

১ এখানে এই সতর্কবাণী বিশেষত কাফেরদের জন্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে সকল মুসলমান নামধারীরা অন্যদেরকে দ্বীনের উপর আমল করতে নিষেধ করে, যারা দ্বীনে পরিবর্তন করতে চায়- যেভাবে বেদ্বীন লোকেরা দ্বীনে পরিবর্তন করার চেষ্টা করে- এমন লোকেরা কম অপরাধী নয় বরং তারাও জাহান্নামের হকদার।

২ এই পর্দা এজন্য যে, যাতে জাহান্নামের প্রভাব জান্নাতে আর জান্নাতের প্রভাব জাহান্নামে না যায়। সত্য হলো যে, এই পর্দার নাম আ'রাফ। যেহেতু এই পর্দাটি অনেক উঁচু থাকবে এজন্য একে আ'রাফ বলা হয় কেননা আ'রাফের অর্থ হচ্ছে উঁচু জায়গা।

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ قَالُوْا مَآ اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. আর আ'রাফবাসীগণ কিছু পুরুষকে আহ্বান করে বলবে- যাদেরকে তারা তাদের কপাল দেখে চিনবে, তোমাদের দল এবং যা অহঙ্কার তোমরা করতে তা তোমাদের কাজে আসেনি।

اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ؕ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. এরা কি তারা যাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি দয়া করবেন না?[১] (তাদের তো বলা হয়েছে যে,) তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো, তোমাদের কোনো ভয় নেই, তোমরা চিন্তিতও হবে না।

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ؕ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾ۙ

৫০. আর জাহান্নামীরা জান্নাতীদের ডাকবে, আমাদের কিছু পানি দাও, অথবা ওই রিযিক থেকে কিছু দাও- যা আল্লাহ্ তোমাদের দান করেছেন। জান্নাতীরা বলবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এই দুটি কাফেরদের জন্য হারাম করেছেন।[২]

টীকা:

১ আরাফবাসীরা গরিব মুসলমানদের দিকে ইঙ্গিত করে মুশরিকদেরকে বলবে যে- এরাই কি সেই মুসলমান যাদেরকে তোমরা দুনিয়ায় হেয় করতে? যাদের দরিদ্রতা দেখে তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ পাক তাদের প্রতি রহম করবেন না? এখন নিজেরাই দেখো তারা কীভাবে জান্নাতের চিরস্থায়ী শান্তিতে সসম্মানে অবস্থান করছে আর তোমরা কত বড় মুসিবতে পড়ে আছো? এতে বোঝা গেলো যে, দুনিয়াতে মুমিনের দরিদ্রতা আর কাফেরের স্বচ্ছলতা দেখে ধোঁকায় পড়া উচিৎ নয়। কোনো দরিদ্রের দরিদ্রতাকে বিদ্রুপ করা উচিৎ নয়। দরিদ্রের অসহায়ত্ব নিয়ে বিদ্রুপ করা কাফেরদের কাজ। মুসলমানদের দরিদ্রতা নিয়ে কটাক্ষ করা মূলত তাদেরকে কষ্ট দেওয়া আর তা হারাম।

২ এখানে হারাম বলতে শরয়ী হারাম নয়। কেননা সেখানে শরয়ী আহকাম বোঝানো উদ্দেশ্য নয়, বরং পরিপূর্ণরূপে বঞ্চিত হওয়াকে বোঝায়। জান্নাতীদের জাহান্নামীদেরকে সাহায্য না করা এটি কাফেরদের জন্য প্রযোজ্য। অন্যথায় জাহান্নামের হকদার অনেক মুসলমানদের জন্য তাদের স্বজনদের শাফায়াত নসীব হবে।

الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّ
غَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ
نَنْسٰىهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ
وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১. যারা নিজেদের দ্বীনকে খেল-তামাশায় পরিণত করেছে এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে। সুতরাং আজ আমি তাদেরকে পরিত্যাগ করবো। কারণ, তারা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলো[১] এবং তারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করতো।

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ
هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. আর নিঃসন্দেহে আমি তাদের কাছে এক কিতাব এনেছি, যা আমি এক মহান জ্ঞানের ভিত্তিতে খুব সবিস্তারে বর্ণনা করেছি,[২] (যা) ঈমানদারদের জন্য হেদায়েত ও রহমত।[৩]

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ
يَاْتِيْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ
مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا
بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ

৫৩. তারা কেবল কুরআনে বর্ণিত শেষ পরিণতির অপেক্ষা করছে। যেদিন সে শেষ পরিণতি আগমন করবে, যারা এর পূর্বে ভুলে গিয়েছিলো - তারা বলে উঠবে, নিশ্চয়ই আমাদের রবের রাসূলগণ সত্য সহকারে আগমন করেছিলেন; সুতরাং আমাদের কি কোনো সুপারিশকারী আছে যারা আমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে?

টীকা:

১ এখানে আল্লাহ পাকের দিকে ভুলে যাওয়ার নিসবত করার অর্থ হলো আল্লাহ কাফেরদের ভুলে যাওয়ার প্রতিফল দান করবেন।

২ কিতাব বলতে কুরআনে পাককে বোঝানো হয়েছে যা আল্লাহ পাক তার পরিপূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এখানে মানুষের হেদায়েতের জন্য যেসব জিনিস আবশ্যক, আল্লাহ পাক সে সব বর্ণনা করেছেন। যেসব বিষয়ের দিকে আল্লাহ পাক আহ্বান করেছেন তার সত্যতার ব্যাপারে চমৎকার প্রমাণ পেশ করেছেন ও তাকে মনগ্রাহী ও সুন্দর শৈলীতে বর্ণনা করেছেন। কুরআন সঠিক আকিদা আর নেক আমলের সুন্দর বর্ণনার সমষ্টি।

৩ কুরআনের সাধারণ রহমত সারা বিশ্বের জন্য কেননা সারা বিশ্ব একটি হেদায়েতনামা পেয়েছে। কিন্তু বিশেষ রহমত শুধু মুমিনদের জন্য, কেননা মুমিনরাই তা থেকে উপকার অর্জন করে।

فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٥٣﴾ ع

অথবা আমাদেরকে আবার ফিরে যেতে দেওয়া হোক যেন আমরা পূর্বে যা আমল করতাম তার বিপরীত আমল করতে পারি। নিঃসন্দেহে তারা নিজেদেরকে ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে এবং তারা যে অপবাদ রচনা করতো তা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে।[১]

ع ٢ ٣

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۟ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪. নিশ্চয়ই তোমাদের রব আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন,[২] অতঃপর আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন, যেমন তার শানে উপযুক্ত।[৩] তিনি রাত ও দিনকে পরস্পর আচ্ছাদিত করেন, যাতে (একটি) অন্যটির পেছনে দ্রুত গমন করে আর তিনি সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেছেন, সবই তাঁর নির্দেশ মানতে বাধ্য। শোনো! সৃষ্টি করা ও সকল বিষয়ে পরিবর্তন সাধন করা তাঁরই আয়ত্বাধীন। আল্লাহ্ বড়ই বরকতময়, যিনি সমগ্র জগতের রব।

টীকা:

১ উপরের আয়াতগুলোতে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে তাতে মূলত মুসলমান ও কাফেরদের পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এর সাথে আ'রাফবাসীদের ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে- যাদের নেকী আর গুনাহ সমান। মুসলমানদের একটি দল এমন থাকবে যাদের গুনাহ বেশি আর নেকী কম থাকবে। অনুরূপ কিছু লোক এমন থাকবে যারা নেকী করার পরেও কোনো গুনাহের কারণে আটকে যাবে। এসব কিছু সামনে রেখে আমাদের নিজের আখিরাতের ব্যাপারে চিন্তা করা উচিৎ। সর্বপ্রথম কুফরী থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন। যদিও কোনো মুসলমান চিরতরে জাহান্নামে যাবে না কিন্তু এ কথা নির্ধারিত যে, কিছু মুসলমান অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। সুতরাং আমাদের জাহান্নামের আযাব ও তার শাস্তির কঠোরতার ব্যাপারে ভয় করা উচিৎ।

২ ছয়দিনে সৃষ্টি করা দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? এ সম্পর্কে কেউ বলেছেন যে, ছয়দিন বলতে ছয়টি যুগকে বোঝানো হয়েছে ; অধিকাংশের রায় হলো যে, পৃথিবীর ছয়টি দিনের সমপরিমাণ সময়কে বোঝানো হয়েছে। যাইহোক, আল্লাহ পাক সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

৩ এই আয়াত মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত এবং এর প্রকৃত অর্থ কী তা আল্লাহ পাকই ভালো জানেন। আর আমরা তা হক হওয়ার ব্যাপারে ঈমান রাখি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে তাফসীরে সিরাতুল জিনান, খণ্ড- ৩,পৃষ্ঠা- ৩৩৯ দেখুন।

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝۵۵ ج

৫৫. তোমার রবের কাছে বিনয় সহকারে এবং নিম্নস্বরে দোয়া করো । নিশ্চয়ই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।[১]

وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۭ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝۵۶

৫৬. আর সংশোধনের পর জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করো ভীত ও আশাবাদী হয়ে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র দয়া নেককারদের নিকটবর্তী।

وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۭ حَتّٰٓى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاۗءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۭ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝۵۷

৫৭. আর তিনিই, যিনি বায়ুকে এভাবে প্রেরণ করেন যে, তার দয়ার প্রাক্কালে সুসংবাদ দেয়; শেষ পর্যন্ত, যখন সেই বায়ু ভারী মেঘ বহন করে তখন আমি তাকে কোনো মৃত শহরের দিকে নিয়ে যাই; অতঃপর ওই মৃত শহরে পানি বর্ষণ করি,[২] তারপর সেই পানির মাধ্যমে প্রত্যেক প্রকারের ফল বের করি। অনুরূপভাবে, আমি মৃতদেরকে বের করবো; (এ বর্ণনা এজন্য যে,) যাতে তোমরা উপদেশ অর্জন করো।

টীকা:

১ অর্থাৎ দোয়া করা ইত্যাদি যেসব বিষয়ে মানুষকে হুকুম দেওয়া হয়েছে তাতে সীমালঙ্ঘনকারীদের আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না। স্মরণ রাখবেন দোয়ায় সীমালঙ্ঘন কয়েকভাবে হতে পারে, যেমন- সর্বদা সুস্থ থাকা ও সুরক্ষা চাওয়া, গুনাহ করা, সকল মুসলমানের সব গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাওয়া , কাফেরদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া চাওয়া ইত্যাদি।

২ কতিপয় মুফাসসিরের নিকট আয়াতে (به) আরবি সর্বনামের বিশেষ্য হচ্ছে মেঘ। তখন আয়াতের অর্থ দাড়াবে আমি ওই মেঘ থেকে পানি বর্ষণ করেছি আর কতিপয় মুফাসসিরের নিকট এর বিশেষ্য হচ্ছে মৃত শহর। তখন আয়াতের অর্থ দাড়াবে অতঃপর আমি এই মৃত শহরে পানি বর্ষণ করেছি।

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِيْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ؕ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ﴿٥٨﴾ ع

৫৮. আর যে জমি উর্বর, তার উদ্ভিদ আল্লাহ্‌র নির্দেশেই উৎপন্ন হয় এবং যা অনুর্বর তার উদ্ভিদ খুব কষ্টে অল্প উৎপন্ন হয়। আমি এভাবেই শুকরিয়া জ্ঞাপনকারী লোকদের জন্য নিদর্শনসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করি।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٥٩﴾

৫৯. নিশ্চয়ই আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছি। সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য মহা দিনের আযাবের আশঙ্কা করছি।[১]

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦٠﴾

৬০. তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা বললো, নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় দেখতে পাচ্ছি।

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦١﴾

৬১. সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়, আমার মাঝে কোনো পথভ্রষ্টতা নেই, বরং আমি রাব্বুল আলামীনের রাসূল।[২]

টীকা:

১ মহান দিনের আযাব বলতে কিয়ামতের আযাব অথবা প্রবল বায়ুর আযাবকে বোঝানো হয়েছে।

২ এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো যে, নবুওয়াত ও পথভ্রষ্টতা দুটো একসাথে থাকতে পারে না। তদুপরি, কোনো নবী এক মুহূর্তের জন্যও পথভ্রষ্ট হতে পারে না, কেননা যদি নবীই পথভ্রষ্ট হয় তাহলে মানুষকে হেদায়েত কে করবে?

أُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَ اَنْصَحُ لَكُمْ وَ
اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. আমি তোমাদের কাছে আমার রবের বাণীসমূহ পৌঁছাই এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করি, আর আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সেই জ্ঞান রাখি, যা তোমরা রাখো না।

اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ
وَ لِتَتَّقُوْا وَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩. আর তোমরা কি এতে বিস্মিত হয়েছো যে- তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদেরই একজন পুরুষের মাধ্যমে উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদের সতর্ক করে এবং তোমরা ভয় করো আর যাতে তোমাদের উপর দয়া করা হয়?'

فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ فِي
الْفُلْكِ وَ اَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ﴿٦٤﴾ ع

৬৪. অতঃপর তারা নূহকে অস্বীকার করলো। তারপর আমি তাকে ও তার সাথে যারা নৌকায় ছিলো- তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকারকারীদের নিমজ্জিত করলাম। নিশ্চয়ই তারা ছিলো অন্ধ।[১]

ع ৮/১৫

টীকা:

১ অর্থাৎ তাদের কাছে নবুওয়াতের শান দেখার মতো চোখ ছিলো না। তাদের অন্তর অন্ধ ছিলো যদিও চোখ খোলা ছিলো।

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. আর আদ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের স্বগোত্রীয় হুদকে প্রেরণ করেছি।[১] (হুদ) বললো, হে আমার সম্প্রদায়, 'আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো মাবুদ নেই। তবে কি তোমরা ভয় করো না?'

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা বললো, 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে নির্বোধ মনে করি এবং নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অর্ন্তভুক্ত মনে করি।

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. (হুদ) বললো, হে আমার সম্প্রদায়, নির্বুদ্ধিতার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।[২] আমি হলাম রব্বুল আলামীনের রাসূল।

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ﴿٦٨﴾

৬৮. আমি তোমাদেরকে আমার রবের বাণীসমূহ পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত কল্যাণকামী।[৩]

টীকা:

১ আয়াতে (اَخَا) ভাই বলতে প্রকৃত ভাই নয় বরং স্বগোত্রীয় বোঝানো হয়েছে।

২ নবীর সাথে নির্বুদ্ধিতার কোনো সম্পর্ক নেই। নিঃসন্দেহে নবীগণ পরিপূর্ণ বোধসম্পন্ন আর সর্বদা হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত। জগতের সকল বিবেক-বোধ নবীর বিবেক - বোধের সামনে এমন যেন সমুদ্রের একটি ফোঁটা; কেননা নবী তার রবের ওহীর মাধ্যমে এলেম ও জ্ঞান অর্জন করে । ওহীর বিপরীতে অন্য কিছুর অস্তিত্ব মহাল(অসম্ভব)।

৩ এই আয়াত হতে দুটি বিষয় জানা গেলো(১) মূর্খ ও নির্বোধ লোকের বেয়াদবি ও মূর্খতার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ ও নম্রতা প্রদর্শন নবীগণের সুন্নাত(২) প্রয়োজনের সময় নিজের যোগ্যতা প্রকাশ করা জ্ঞানীদের জন্য জায়েয।

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ؕ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. আর তোমরা কি এতে বিস্মিত হয়েছো যে- তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদেরই একজন পুরুষের মাধ্যমে উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদের সতর্ক করে ? এবং স্মরণ করো, যখন তিনি নূহের সম্প্রদায়ের পর তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন এবং তোমাদের শারীরিক শক্তি ও প্রশস্ততা বৃদ্ধি করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র নেয়ামতগুলো স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. সে সম্প্রদায় বললো, তুমি কি আমাদের কাছে এ উদ্দেশ্যে এসেছো যে, আমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করবো এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাদের উপাসনা করতো তাদের পরিত্যাগ করবো? সুতরাং নিয়ে এসো সেই (আযাব) যার সতর্কবাণী আমাদের শোনাচ্ছো, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ؕ اَتُجَادِلُوْنَنِىْ فِىْٓ اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿٧١﴾

৭১. সে বললো, নিশ্চয়ই তোমাদের উপর তোমাদের রবের আযাব এবং গযব আবশ্যক হয়ে গেছে। তবে কি তোমরা আমার সাথে ওই সব নাম নিয়ে তর্ক করছো যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা রচনা করেছে, যার কোনো প্রমাণ আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেননি? সুতরাং তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. অতঃপর আমি তাকে এবং তার সঙ্গীদেরকে আমার দয়া সহকারে নাজাত দান করেছি[১] এবং যারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করতো তাদের শিকড় ছিন্ন করে দিয়েছি। আর তারা ঈমানদার ছিলো না।

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾

৭৩. আর সামূদ সম্প্রদায়ের[২] প্রতি তাদের স্বগোত্রীয় সালেহকে প্রেরণ করেছি। সালেহ বললো, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, যিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই। নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে উজ্জ্বল নিদর্শন এসেছে, তোমাদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ আল্লাহ্‌র এই উষ্ট্রী । সুতরাং একে ছেড়ে দাও, যাতে আল্লাহ্‌র জমিনে চরে খায় এবং মন্দ উদ্দেশে একে স্পর্শ করবে না; অন্যথায় যন্ত্রণাদায়ক আযাব তোমাদের পাকড়াও করবে।

ع ٢ - ٩ - ٣٨ وقف لازم

টীকা:

১ এই আয়াতে হযরত হুদ عَلَيْهِ السَّلَام আর তাদের সঙ্গীদের নাজাত ও আদ সম্প্রদায়ের উপর আযাব নাযিল হওয়ার আলোচনা রয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য তাফসীর সিরাতুল জিনান, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৫৬ পাঠ করুন।

২ সামূদ হলো আরবের একটি গোত্র। এরা সামূদ বিন রাম বিন সাম বিন নূহ عَلَيْهِ السَّلَام'র বংশধর ছিলো এবং হিজায ও শামের মাঝখানে হিজর নামক স্থানে বসবাস করতো।

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ
عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ
مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ
الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ
وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪. এবং স্মরণ করো! যখন তিনি তোমাদেরকে আদ সম্প্রদায়ের পরে প্রতিনিধি করেছিলেন আর তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তোমরা নরম মাটিতে প্রাসাদ তৈরি করতে এবং পাহাড় কেটে ঘর নির্মাণ করতে।[১] সুতরাং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহগুলো স্মরণ করো; এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না।[২]

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ
قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ
مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ
مِّنْ رَّبِّهٖ ۭ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ
مُؤْمِنُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানরা দুর্বল মুসলমানদের বললো, তোমরা কি জানো যে, সালেহ তার রবের রাসূল? (তারা) বললো, আমরা তার উপর ঈমান রাখি, যা কিছু সহকারে তাকে প্রেরণ করা হয়েছে ।

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ
اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬. দাম্ভিকরা বললো, তোমরা যার উপর ঈমান এনেছো, আমরা তা অস্বীকার করি।

টীকা:

১ সামূদ সম্প্রদায় গ্রীষ্মকালে তাদের বসতিতে প্রাসাদ বানাতো ও শীতকালে পাহাড়ে উষ্ণ ঘর নির্মাণ করতো, যেমন বর্তমানে ধনীরা ঠান্ডা ও গরম এলাকায় আলাদা ঘর বানায়।

২ এতে বোঝা গেলো যে, জাতির মাঝে ফিতনা-ফাসাদ প্রসার করা জঘন্য অপরাধ। হোক তা হত্যাকাণ্ড, কুফর শিরকের প্রচারণা কিংবা ফিতনা সৃষ্টিকারী বক্তব্য বা রচনা। বর্তমানে অধিকাংশ সময় ইলমে দ্বীনের ব্যাপারে অজ্ঞ লোক আলেমের পোশাক পরে ফাসাদ ছড়ায়, আলেমদের দূর্নাম করে। তাদের ব্যাপারে সর্তক থাকা উচিৎ।

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾

৭৭. অতঃপর কাফেররা উষ্ট্রীর পায়ের রগ কেটে ফেললো[১] এবং তাদের রবের নির্দেশের অবাধ্যতা করলো আর বললো, হে সালেহ, যদি তুমি রাসূল হও, তবে যে আযাবের সতর্কবাণী তুমি আমাদের শোনাচ্ছো- তা নিয়ে এসো।

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٧٨﴾

৭৮. অতঃপর তাদেরকে ভূমিকম্প পাকড়াও করলো। ফলে তারা সকালে তাদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইলো।[২]

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ﴿٧٩﴾

৭৯. অতঃপর সালেহ তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং বললো, হে আমার সম্প্রদায়, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে আমার রবের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি; কিন্তু তোমরা কল্যাণকামীদের পছন্দ করো না।

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ

৮০. এবং (আমি) লূতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বললো, তোমরা কি এমন অশ্লীলতা করছো, যা তোমাদের পূর্বে

টীকা:

১ উষ্ট্রী জবাইকারী একজন ছিলো কিদার বিন সালিফ ও তার সহযোগী ছিলো- মিসদা বিন দাহর। যেহেতু এ কাজে সমস্ত গোত্রের সম্মতি ছিলো, তাই সবাইকে এ কাজ সম্পাদনকারী বলা হয়েছে। এতে বোঝা গেলো যে, গুনাহ করা, করানো, তাতে সম্মত থাকা ও সাহায্য করা - সবকিছু অপরাধ, যার কারণে আযাব আসতে পারে।

২ সামূদ গোত্রের আযাবের ব্যাপারে বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন কিছুর আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, এখানে ভূমিকম্পের আলোচনা করা হয়েছে আর সূরা হিজরের ৮৩ নং আয়াতে চিৎকারের আলোচনা করা হয়েছে। এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য হচ্ছে যে, প্রথমে তারা ওই ভয়ানক আওয়াজে গ্রেফতার হলো অতঃপর তীব্র ভূমিকম্প হলো।

مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾	দুনিয়াতে আর কেউ করেনি?[১]
اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨١﴾	৮১. নিশ্চয়ই তোমরা নারীদের ছেড়ে কাম-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে পুরুষদের কাছে গমন করছো; বরং তোমরা তো সীমালঙ্ঘন করে গেছো।[২]
وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٨٢﴾	৮২. আর তার সম্প্রদায়ের এছাড়া কোনো উত্তর ছিলো না যে, তারা বললো এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা খুব পবিত্রতা দেখায়।
فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٨٣﴾	৮৩. আর আমি তাকে এবং তার পরিবারকে রক্ষা করেছি, কেবল তার স্ত্রী ব্যতীত; সে ছিলো পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।[৩]
وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ؕ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٨٤﴾ ع	৮৪. আর আমি তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি। সুতরাং দেখো অপরাধীদের কী পরিণতি হয়েছে![৪]

ع ১০ ১২ ১৭

টীকা:

১ আয়াতে (فاحشه) বলতে পুরুষের সাথে কুকর্ম করাকে বোঝানো হয়েছে । এই আয়াত হতে বোঝা গেলো যে, পুরুষের সাথে কুকর্ম করা লূত সম্প্রদায়ের আবিষ্কার, তাই একে লাওয়াতাত (সমকামিতা) বলা হয়। সমকামিতা হারাম, একে যারা হালাল মনে করে- তারা কাফের। নারীদের পরস্পর কামভাব পূরণ করা হারাম আর স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাস করা হারাম।

২ মানুষকে কামভাব এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের বংশবৃদ্ধি হয় এবং দুনিয়া আবাদ হতে থাকে। নারীদেরকে কামভাব পূরণের স্থান ও বংশবিস্তার করার মাধ্যম করা হয়েছে। তাদের সাথে প্রচলিত নিয়মে ও শরীয়ত অনুমোদিত পন্থায় কামভাব পূরণ করতে হবে এবং তা হতে সন্তান লাভ করতে হবে। যখন মানুষ নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের মাধ্যমে কামভাব পূরণ করা শুরু করলো তখন তারা সীমালঙ্ঘন করলো এবং সেই শক্তির সঠিক উদ্দেশ্যকে ধ্বংস করলো। কেননা পুরুষ গর্ভধারণ কিংবা সন্তান জন্মদান করতে পারে না; সুতরাং তার সাথে এমন কাজে প্রবৃত্ত হওয়া শয়তানী ছাড়া আর কী হতে পারে?

৩ হযরত লূত عَلَيْهِ السَّلَام'র স্ত্রী ওয়াহিলা, তার উপর ঈমান আনেনি, বরং কাফের ছিলো। সে তার সম্প্রদায়কে ভালোবাসতো আর তাদের জন্য গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করতো। সেও আযাবে গ্রেফতার হলো।

৪ এতে বোঝা গেলো যে, সমকামিতা খুবই জঘন্য আর কঠিন অপরাধ- যে কারণে লূত সম্প্রদায়ের উপর এমন আযাব এসেছে যা অন্য আযাবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের উপর আসেনি।

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ
يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ
غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا
تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا
تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ؕ
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ ﴿٨٥﴾

৮৫. আর মাদয়ানবাসীদের প্রতি তাদের স্বগোত্রীয় শুয়াইবকে প্রেরণ করেছি। সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই। নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। সুতরাং মাপ ও ওজন পরিপূর্ণভাবে করো এবং মানুষকে তাদের তাদের প্রাপ্যবস্তুতে কম দিও না[১] এবং সংশোধনের পর জমিনে ফাসাদ বিস্তার করো না; তা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা ঈমান আনো।

وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ
وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ
بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ
كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانْظُرُوْا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬. আর প্রতিটি রাস্তায় এভাবে বসো না যে, পথিকদেরকে ভয় প্রদর্শন করবে এবং আল্লাহ্‌র পথ হতে ঈমানদারদের বাধা দেবে এবং তারা তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করবে। আর স্মরণ করো, যখন তোমরা সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ্ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন; আর দেখো ফাসাদকারীদের কী পরিণতি হয়েছে![২]

টীকা:

১ এতে বোঝা গেলো যে, কিছু বিধান কাফেরদের জন্যও প্রয়োজ্য। কেননা হযরত শুয়াইব عَلَيْهِ السَّلَام তার কাফের সম্প্রদায়কে সঠিক ওজন করার হুকুম দিয়েছিলেন এবং হুকুম না মানার কারণে আল্লাহর আযাব এসেছিলো।

২ এতে বোঝা গেলো যে, বিভিন্ন জাতির ইতিহাস জানা ও আযাব নাযিল হওয়ার স্থান দেখে শিক্ষা লাভ করা উপকারী। এতে আল্লাহ পাকের ভয় ও তার ইবাদতের অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়।

وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭. আর যদি তোমাদের মধ্যে একটি দল তার উপর ঈমান আনে- যা সহকারে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, অন্য একটি দল (তার উপর) ঈমান আনেনি। তবে ধৈর্যধারণ করো, যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেন এবং আল্লাহ্ সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।[১]

টীকা:

১ এতে বোঝা গেলো নবীগণের উপর সবাই ঈমান আনয়ন করেনি বরং কিছুসংখ্যক এনেছিলো আর কিছুলোক আনেনি। এতে প্রত্যেক আলেম ও মুবাল্লিগের জন্য উপদেশ রয়েছে যে, সবাই কথা মেনে চলবে না। সুতরাং মানুষের বিমুখ হওয়ার কারণে মনে কষ্ট না নেওয়া ও অটলতার সাথে দ্বীনের খিদমতে ব্যস্ত থাকা উচিৎ।